মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৬৪৮

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৪. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - আযান

আরবী

وَعَن زِيَاد بن الْحَارِث الصدائي قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِن أؤذن فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ» فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِن أَخا صداء قد أذن وَمن أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

বাংলা

৬৪৮-[৮] যিয়াদ ইবনু হারিস আস্ সুদায়ী (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন ফাজ্‌রের (ফজরের) সালাতের আযান দিতে। আমি আযান দিলাম। তারপর (সালাতের সময়) বিলাল ইক্বামাত(ইকামত/একামত) দিতে চাইলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, সুদায়ীর ভাই আযান দিয়েছে। আর যে আযান দিবে সে ইক্বামাত(ইকামত/একামত)ও দিবে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ্)[1]

ফুটনোট

[1] য‘ঈফ : আবূ দাঊদ ৫১৪, তিরমিযী ১৯৯, ইবনু মাজাহ্ ৭১৭, ইরওয়া ৫৩৭, সিলসিলাতুয্ য‘ঈফাহ্ ৩৫। কারণ এর সানাদে ‘আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ আল-আফরিকী রয়েছে যিনি একজন দুর্বল রাবী।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুয়াযযিনই ইক্বামাত দেয়ার অধিকার রাখে। মুয়াযযিন উপস্থিত থাকা অবস্থায় অন্য কেউ ইক্বামাত দেয়া মাকরূহ। অধিকাংশ ইসলামী পন্ডিতের মত হলো, যে আযান দিবে সে-ই ইক্বামাত দিবে। মুয়াযযিন কর্তৃক ইক্বামাত দেয়া এবং অন্য কেউ ইক্বামাত দেয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বিষয়টি প্রশস্ত। ইমামদ্বয় ‘আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ-এর হাদীস দ্বারা দলীল দেন। কিন্তু সানাদের দিক থেকে ‘আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ (রাঃ) হাদীস অপেক্ষা যিয়াদ ইবনুল হারিস্ আস্ সুদায়ী (রাঃ)-এর হাদীস অধিক

শক্তিশালী। তাই সুদায়ী (রাঃ)-এর হাদীস অনুযায়ী হুকুম দেয়া উচিত।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=55205

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন